মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৯

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রতিবেদনটি গবেষণা বিভাগের অর্থ ও ব্যাংকিং উপ-বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে কোন মন্তব্য/পরামর্শ থাকলে ই-মেইল (masud.rahman@bb.org.bd, arjina.efa@bb.org.bd এবং golam.moula@bb.org.bd) এ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

প্রতিবেদন প্রস্তুত কমিটি

প্রধান সমন্বয়কারী
আশীষ কুমার দাশগুপ্ত
নির্বাহী পরিচালক (গবেষণা)

সমন্বয়কারী
মাহফুজা আকতার
মহাব্যবস্থাপক

সদস্য
মুহঃ গোলাম মওলা
উপ-মহাব্যবস্থাপক

আরজিনা আক্তার ইফা
যুগ্ম-পরিচালক

মোঃ মাসুদুর রহমান
সহকারী পরিচালক

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৯)

অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক অর্থনীতির চলমান গতিধারার প্রেক্ষাপটে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ঘোষিত মুদ্রানীতি কার্যক্রমের অর্জনগুলোর আলোকে ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য মুদ্রানীতি কার্যক্রম নির্ধারিত হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথমার্ধের (ডিসেম্বর'১৯ পর্যন্ত) জন্য অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১৪.৫০ শতাংশ যার বিপরীতে ডিসেম্বর'১৯ পর্যন্ত অর্জিত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১৪.৮৩ শতাংশ। তবে, অভ্যন্তরীণ ঋণের মধ্যে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয় ১৩.২০ শতাংশ যার বিপরীতে ডিসেম্বর'১৯ পর্যন্ত অর্জিত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৯.৮৩ শতাংশ। গড় বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি আলোচ্য অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত ৫.৫০ শতাংশ এর বিপরীতে ডিসেম্বর'১৯ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৫৯ শতাংশ। খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের নিম্নমুখী প্রবণতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও খাদ্য-মূল্যস্ফীতিতে উর্দ্ধমুখী প্রবণতার সূত্রে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় সাধারণ মূল্যস্ফীতিতে কিছুটা উর্দ্ধমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সেপ্টেম্বর'১৯ শেষের তুলনায় আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি এবং রপ্তানি আয় হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও মূলতঃ রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহে বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হওয়ায় বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের চলতি হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস পেয়ে ডিসেম্বর'১৯ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

২। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রা যোগান (M2)ঃ ২০১৯-২০ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা যোগান পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১২৫১৮.৮১ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৩.৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১২৯৪৪.৩৬ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা যোগান বৃদ্ধি পেয়েছিল যথাক্রমে ২.৬৫ শতাংশ ও ৩.২৬ শতাংশ (সংযোজনী দ্রষ্টব্য)। মুদ্রা যোগান এর উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে মেয়াদি আমানত ৩.৮২ শতাংশ বৃদ্ধি এবং তলবি আমানত ৫.৭১ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে জনগণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রার (Currency outside banks) পরিমাণ ০.৮৪ শতাংশ হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ২.৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর ২০১৯ শেষে মুদ্রা যোগানের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১২.০৪ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ৯.৪১ শতাংশ (চিত্র-১)।

চিত্র-১ঃ মুদ্রা যোগানের (এম২) প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

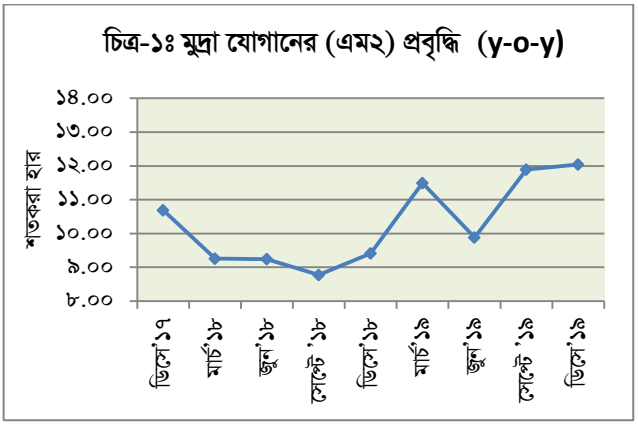

চিত্র-২ঃ বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

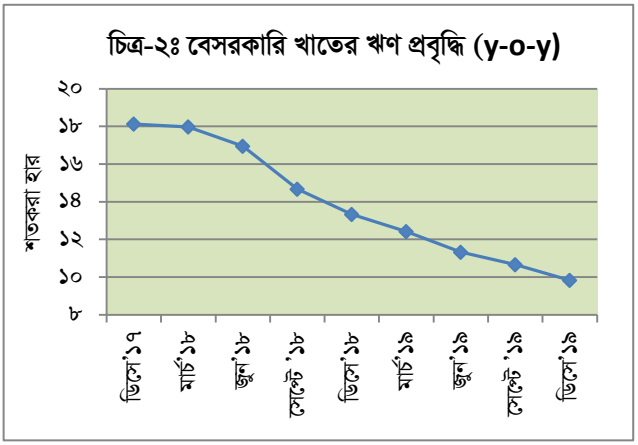

অভ্যন্তরীণ ঋণঃ ২০১৯-২০ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১১৮৩২.২৬ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৪.৮৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১২৪০৫.৯৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে এ বৃদ্ধির হার ছিল ৩.১৭ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর ২০১৯ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৪.৮৩ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ১৩.৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অভ্যন্তরীণ ঋণের উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের

ক্রমপুঁঞ্জিভূত নীট ঋণ[১] এর স্থিতি ১১.৪২ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ২৪.২৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর ২০১৯ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঁঞ্জিভূত নীট ঋণ এর স্থিতি ৫৯.৮১ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে ১২.৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে অন্যান্য সরকারি খাতে ঋণ[১] ১৮.৭৯ শতাংশ বৃদ্ধি এবং বেসরকারি খাতে ঋণ[১] ৩.৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ০.৬৪ শতাংশ এবং ৪.৩৭ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর ২০১৯ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ৯.৮৩ শতাংশ যা ডিসেম্বর ২০১৮ শেষে ছিল ১৩.৩৩ শতাংশ (চিত্র-২)। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারি খাতের ঋণের অংশ ডিসেম্বর ২০১৮ শেষের ৮৮.৭৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ডিসেম্বর ২০১৯ শেষে দাঁড়ায় ৮৪.৮৯ শতাংশ।

নীট বৈদেশিক সম্পদঃ ২০১৯-২০ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA) এর পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ১.০৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৭৪১.২৭ বিলিয়ন টাকা যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ০.৪১ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ০.২০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর ২০১৯ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ এর পরিমাণ ৩.৫৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা ডিসেম্বর ২০১৮ শেষে ০.২৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

রিজার্ভ মুদ্রাঃ ২০১৯-২০ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ২৪৭১.৮৮ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১.৫১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৫০৯.১২ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ০.৪১ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ২.৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের (-) ৭৪.২০ বিলিয়ন টাকা থেকে ১০.৫৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে (-) ৮২.০১ বিলিয়ন টাকায় এবং নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ ১.৭৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৫৯১.১৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঁঞ্জিভূত নীট্ ঋণের পরিমাণ ১৯.১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ৭.৩১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর ২০১৯ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঁঞ্জিভূত নীট্ ঋণের পরিমাণ ৬৩.৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ১২৮.০২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর ২০১৯ শেষে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৬.৯৩ শতাংশ যা ডিসেম্বর ২০১৮ শেষে ছিল ৮.১৫ শতাংশ (চিত্র-৩)।

চিত্র-৩ঃ রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

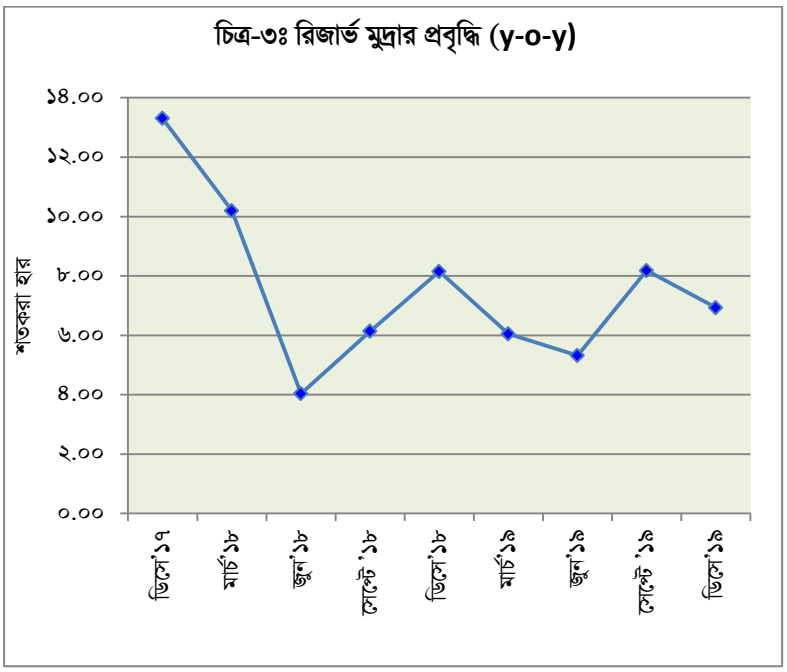

[১] accrued interest সহ

মূল্যস্ফীতি

খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের মূল্যে নিম্নমুখী প্রবণতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও খাদ্য-মূল্যস্ফীতিতে উর্দ্ধমুখী প্রবণতার সূত্রে ২০১৯-২০ অর্থবছরে সাধারণ মূল্যস্ফীতিতে উর্দ্ধমুখী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। ডিসেম্বর'১৯ শেষে বারো মাসের গড়ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বর'১৯ শেষের ৫.৪৯ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫.৫৯ শতাংশ (চিত্র-৪)। গড় খাদ্য মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বর'১৯ শেষের ৫.৩৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর'১৯ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৫৬ শতাংশ। অপরদিকে, গড় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বর'১৯ শেষের ৫.৬৭ শতাংশ থেকে কিছুটা হ্রাস পেয়ে ডিসেম্বর'১৯ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৬৪ শতাংশ। পয়েন্ট-টু-পয়েন্টভিত্তিক সাধারণ মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বর'১৯ শেষের ৫.৫৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর'১৯ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৭৫ শতাংশ।

চিত্র-৪ঃ সাধারণ মূল্যস্ফীতির ত্রৈমাসিক গতিধারা
(ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬=১০০)

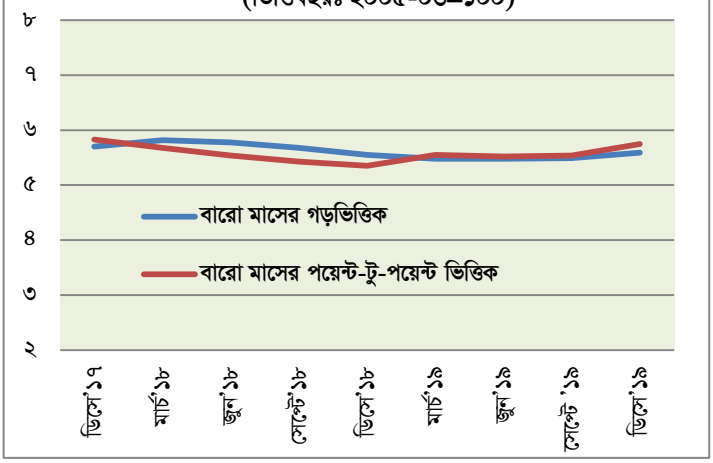

তারল্য পরিস্থিতিঃ ডিসেম্বর ২০১৯ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৯৭৪.৯১ বিলিয়ন টাকা (চিত্র-৫)। এর মধ্যে দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ এর পরিমাণ ২০৩১.৫৯ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৬৮.২৯ শতাংশ), বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা ৭৮৯.৫৮ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ২৬.৫৪ শতাংশ) এবং নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ১৫৩.৭৪ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৫.১৭ শতাংশ) (চিত্র-৬)। উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বর ২০১৯ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ ছিল ২৭৭৪.৩৫ বিলিয়ন টাকা।

চিত্র-৫ঃ মোট তরল সম্পদ

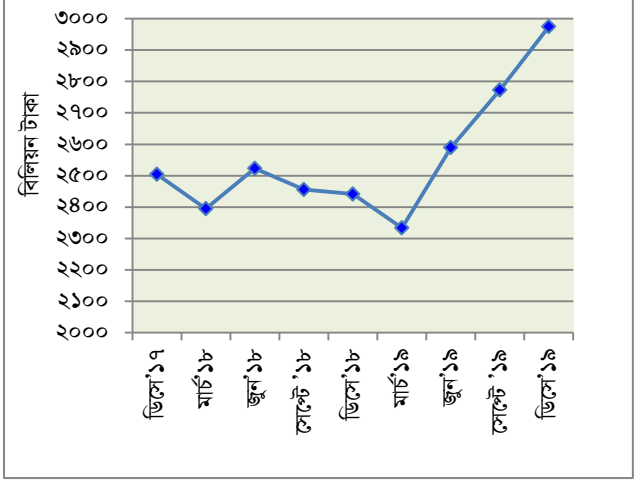

চিত্র-৬ঃ ব্যাংকসমূহের তারল্য পরিস্থিতি
(ডিসেম্বর ২০১৯)

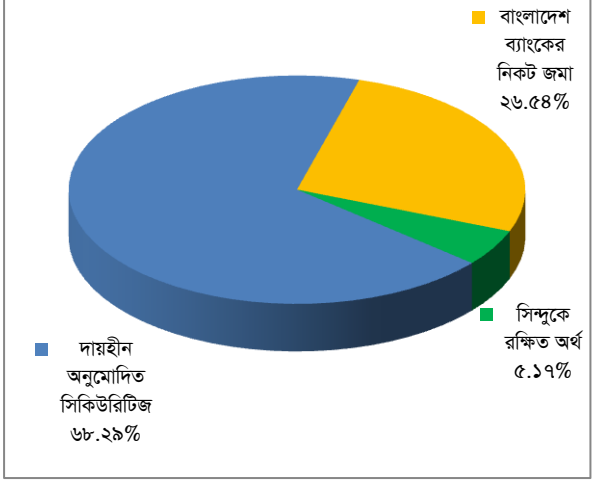

৩। মুদ্রা বাজার কার্যক্রম

মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য পূরণ এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার তারল্য পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করাসহ আন্তঃব্যাংক বাজারে কল মানি রেট স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক রেপো এবং রিভার্স রেপো নিলাম পরিচালনার পাশাপাশি প্রয়োজনমত সময়ে সময়ে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার পরিবর্তন করে থাকে। বর্তমানে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার যথাক্রমে বার্ষিক শতকরা ৬.০০ ভাগে এবং শতকরা ৪.৭৫ ভাগে অপরিবর্তিত রয়েছে।

কল মানিঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে সুদ হার দৈনিক ভিত্তিতে সর্বনিম্ন ১.৭৫ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৫.৫০ শতাংশের মধ্যে সীমিত থাকে। যে কোন ধরনের অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কলমানি মার্কেটে সুদ হারের গতিবিধির ওপর বাংলাদেশ ব্যাংক এর নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে মোট ৩৯৩৭.৭৮ বিলিয়ন টাকা লেনদেন হয় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ৩৫৪৮.৫৭ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৩৮৯.২১ বিলিয়ন টাকা বা ১০.৯৭ শতাংশ বেশি। উল্লেখ্য, কলমানির ভারীত গড় সুদহার সেপ্টেম্বর'১৯ শেষের ৫.০৪ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ডিসেম্বর'১৯ শেষে ৪.৫০ শতাংশে দাড়িয়েছে।

রেপোঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এর ২৯টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ নিলামে ০১-০২ দিন মেয়াদি ১১১.৩৭ বিলিয়ন টাকার ৭৬টি এবং ০৩-০৭ দিন মেয়াদি ৩৭.০১ বিলিয়ন টাকার ২২টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং সকল দরপত্রই গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রের সুদের হারের পরিসীমা ছিল ৬.০০ থেকে ৯.০০ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এর ৩৯টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ নিলামে ০১-০২ দিন মেয়াদি ১০৫০.৮৭ বিলিয়ন টাকার ৩৩৬টি এবং ০৩-০৭ দিন মেয়াদি ৩১০.১৬ বিলিয়ন টাকার ৮৩টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং সকল দরপত্রই গৃহীত হয়।

রিভার্স রেপোঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে রিভার্স রেপো এর ৭টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ নিলামে ০১-০২ দিন মেয়াদি ১৩.৪৫ বিলিয়ন টাকার ৮টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং কোন দরপত্রই গৃহীত হয়নি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে রিভার্স রেপো এর ৩টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ নিলামে ০১-০২ দিন মেয়াদি ৫.৫০ বিলিয়ন টাকার ২টি এবং ০৩-০৭ দিন মেয়াদি ৪.৬০ বিলিয়ন টাকার ১টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং কোন দরপত্রই গৃহীত হয়নি।

সরকারি ট্রেজারি বিলঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১৪টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামের মধ্যে ১৪ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ১টি, ৯১ ও ১৮২ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ৭টি এবং ৯১ ও ৩৬৪ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ৬টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত মোট ৩৬৫.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৭৭.৮৯ বিলিয়ন টাকার ৬২৩টি দরপত্র গৃহীত হয়। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ৮৭.১১ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৯) মোট ৫৪৫.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪০২.৫৭ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গৃহীত হয়েছিল। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ১৪২.৪৩ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ এবং ডিভল্বমেন্টের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সকল মেয়াদি সরকারি ট্রেজারি বিলের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয়ের পরিসীমা ছিল সর্বনিম্ন ৫.৫১ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৮.১৬ শতাংশ যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ছিল সর্বনিম্ন ৪.৫০ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৮.৭২ শতাংশ। অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে এ হারের পরিসীমা ছিল সর্বনিম্ন ০.৫৫ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৩.৮৬ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ৩৬৫.০০ বিলিয়ন টাকার ট্রেজারি বিল গৃহীত এবং ৩১৩.০০ বিলিয়ন টাকার বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের মেয়াদ পূর্তির ফলে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ শেষে ট্রেজারি বিলের নীট স্থিতি ৬৮৬.০০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ডঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে ২-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০৩টি, ৫-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০৩টি, ১০-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০৩টি এবং ১৫-বছর ও ২০-বছর (একত্রে) মেয়াদি

ট্রেজারি বন্ডের ০৩টি সহ মোট ১২টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত ১৯৬.০০ বিলিয়ন টাকার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৬৬.৫৫ বিলিয়ন টাকার ৫১৩টি দরপত্র গৃহীত হয়। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ২৯.৪৫ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৯) মোট ১৩৭.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১০৭.৮৬ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ২৯.১৫ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ এবং ডিভল্বমেন্টের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় এবং কুপন রেটের পরিসীমা ছিল যথাক্রমে ৮.০২১৬ শতাংশ থেকে ৯.৪৫১৮ শতাংশ এবং ৭.২০০০ শতাংশ থেকে ৯.২৯০০ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে সকল মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭৯৩.৯৯ বিলিয়ন টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের নিলামঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে ০৭-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের মোট ৪টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামে ১.৫০ বিলিয়ন টাকার ০২টি দরপত্র গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় হার ছিল ২.৯৬ শতাংশ। মূলতঃ সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ডে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ চাহিদা থাকার পাশাপাশি অর্থনীতিতে মুদ্রা সরবরাহের পরিমাণ মুদ্রানীতিতে নির্ধারিত সীমার নীচে থাকায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ১৪ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ইস্যুর মাধ্যমে মুদ্রা বাজার হতে অর্থ উত্তোলনের প্রয়োজন হয়নি। মেয়াদ পূর্তির পর নতুন কোন বিল ইস্যু না হওয়ায় ডিসেম্বর, ২০১৯ শেষে ৭-দিন এবং ১৪-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের কোন স্থিতি ছিল না। একইসাথে, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ৩০-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

আমানত ও আগামের সুদ হারঃ ডিসেম্বর'১৯ শেষে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আমানতের গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫.৭০ শতাংশ। সেপ্টেম্বর ২০১৯ এবং ডিসেম্বর ২০১৮ শেষে এ সুদ হার ছিল যথাক্রমে ৫.৬৫ শতাংশ ও ৫.২৬ শতাংশ (চিত্র-৭)। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে আগামের (advances) গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৯.৬৮ শতাংশ। সেপ্টেম্বর ২০১৯ এবং ডিসেম্বর ২০১৮ শেষে এ সুদ হার ছিল যথাক্রমে ৯.৫৬ শতাংশ ও ৯.৪৯ শতাংশ (চিত্র-৭)। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সুদ হার ব্যবধান (Spread) বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩.৯৮ শতাংশ। সেপ্টেম্বর ২০১৯ শেষে এ সুদ হার ব্যবধান ছিল ৩.৯১ শতাংশ।

চিত্র ৭-ঃ আমানত ও আগামের সুদ হার

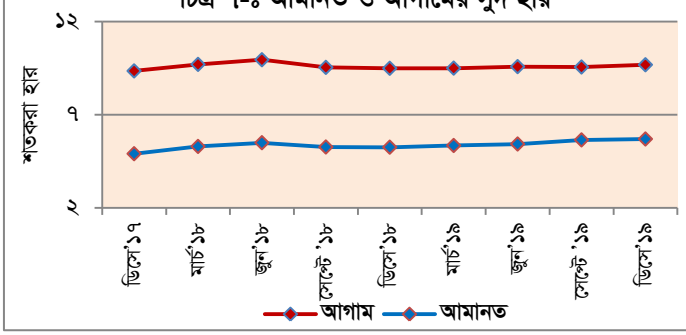

চিত্র ৮-ঃ টাকা-ডলার বিনিময় হার

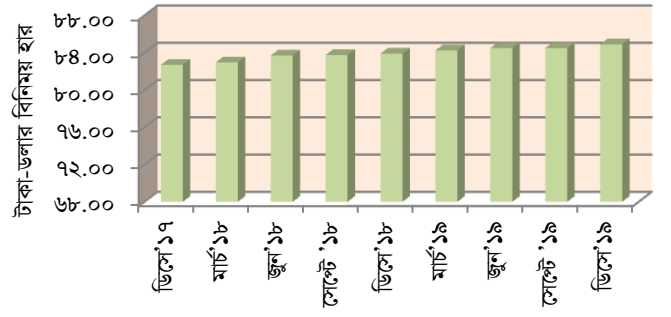

৪। বিনিময় হার পরিস্থিতিঃ

(ক) নমিনাল বিনিময় হার (Nominal Exchange Rate)ঃ ডিসেম্বর ২০১৯ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান সেপ্টেম্বর ২০১৯ শেষের ৮৪.৫০ টাকা থেকে শতকরা ০.৪৭ ভাগ অবচিতি হয়ে ৮৪.৯০ টাকায় দাঁড়ায় (চিত্র-৮)। ডিসেম্বর ২০১৯ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ১.১৮ ভাগ অবচিতি হয়। ডিসেম্বর ২০১৮ শেষে টাকা-ডলারের বিনিময় হার ছিল ৮৩.৯০ টাকা। উল্লেখ্য, বৈদেশিক মুদ্রার বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বাজারে ডলার ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় চলতি অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ৩৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করে। কিন্তু, এ সময়ে কোন মার্কিন ডলার ক্রয় করেনি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকেও

বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করেছিল। কিন্তু, উক্ত সময়ে কোন মার্কিন ডলার ক্রয় করেনি। উল্লেখ্য, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে মোট ২৩৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করে এবং সে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কোনো মার্কিন ডলার ক্রয় করেনি।

(খ) **প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার** (Real Effective Exchange Rate)ঃ সর্বশেষ প্রাপ্ত হিসাব/তথ্য অনুযায়ী অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক সেপ্টেম্বর ২০১৯ শেষের ১১১.৬৬ থেকে ১.৫৯ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১০৯.৮৯ এ দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ৫.৬৪ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে ০.২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

৫। বৈদেশিক খাতঃ

রপ্তানিঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ১.৩১ শতাংশ ও ৮.৯১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৯৩৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

আমদানিঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৪.২৪ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২.৮৮ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১৩৮১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

রেমিট্যান্সঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৫.৬০ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৩৫.৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪৭৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৪৫৪[সা/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৩৯৪৮[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৯ শেষে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৮২[সা/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ হিসাবে ২০৭২[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি ছিল। আলোচ্য সময়ে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬৪০[সা/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ১৬০৯[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভঃ ডিসেম্বর ২০১৯ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২৬৮৯.১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (চিত্র-৯) যা প্রায় ৬.৫০ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। সেপ্টেম্বর ২০১৯ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩১৮৩১.৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ছিল উক্ত সময়ের প্রায় ৬.৩০ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। উল্লেখ্য, ডিসেম্বর ২০১৮ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩২০১৬.২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ছিল উক্ত সময়ের প্রায় ৬.১৩ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩২৭০১.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

চিত্র-৯ঃ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

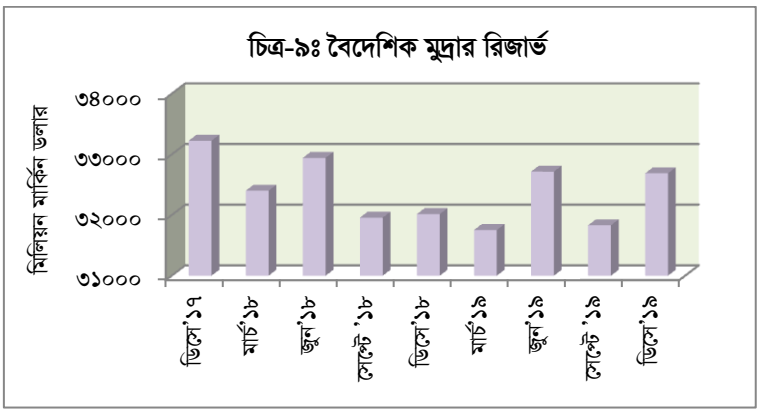

অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক পরিস্থিতি সংযোজনী-১ এ তুলে ধরা হলো।

স= সংশোধিত।
সা= সাময়িক।

অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহঃ

অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত কতিপয় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

- স্থানীয় বাজারে পেঁয়াজের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত ও পেঁয়াজের মূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধকল্পে পেঁয়াজ আমদানি অর্থায়নের সুদ হার সর্বোচ্চ ৯ শতাংশ নির্ধারণের পাশাপাশি এলসি মার্জিন ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার জন্য ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসী কার্যে ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়ন ঝুঁকি মোকবেলায় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে বাংলাদেশে কার্যরত ব্যাংকসমূহের জন্য "Guidelines for Prevention of Trade Based Money Laundering" শীর্ষক গাইডলাইন্স প্রণয়ন করা হয়েছে যা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৩ (১) (ঘ) ধারা এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ১৫(১)(ঘ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জারী করা হয়েছে।
- সরকার নিজস্ব কারখানায় উৎপাদিত তৈরী পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে নীট এফওবি মূল্যের ওপর ১ শতাংশ হারে উৎপাদনকারী-রপ্তানিকারকদেরকে বিশেষ নগদ সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তবে, সংশ্লিষ্ট রপ্তানিতে স্থানীয় মূল্য সংযোজনের হার ন্যূনতম ৩০ শতাংশ হতে হবে। ইইউ, আমেরিকা ও কানাডায় রপ্তানির বিপরীতে বিশেষায়িত অঞ্চল (ইপিজেড, ইজেড) এ অবস্থিত টাইপ-সি (দেশীয় মালিকানাধীন) প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও এ সুবিধা প্রযোজ্য হবে। এ সুবিধা ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে জাহাজীকৃত তৈরী পোশাকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।
- ব্যাংকিং চ্যানেলে আগত রেমিট্যান্স-এর অর্থ সুবিধাভোগীর মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) হিসাবে সরাসরি বিতরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নগদ প্রণোদনার অর্থসহ সর্বোচ্চ ১,২৫,০০০ (এক লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা ব্যাংক কর্তৃক সরাসরি সুবিধাভোগীর এমএফএস হিসাবে প্রদান করা যাবে।
- সম্প্রতি ব্যক্তিগত গ্যারান্টিকে "সহায়ক জামানত" হিসেবে বিবেচনার ক্ষেত্রে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক একের অধিক ও সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির (যেমন ঃ উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, বিত্তবান আত্মীয়-স্বজন, স্বামী ইত্যাদি) গ্যারান্টি প্রদানের জন্য উদ্যোক্তাগণকে চাপ প্রয়োগ বা বাধ্য করার বিষয়টি পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণের ঋণ প্রাপ্তি যেমন কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে, তেমনি সিএমএসএমই খাতের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এমতাবস্থায়, ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত গ্যারান্টিকে "সহায়ক জামানত" হিসেবে বিবেচনা সংক্রান্ত কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে অর্থায়ন সংক্রান্ত মাস্টার সার্কুলার (এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-২) টি যথাযথভাবে পরিপালন এবং সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির গ্যারান্টি প্রদানে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণকে কোনরূপ চাপ প্রয়োগ বা বাধ্য না করার বিষয়ে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

উপসংহার

সর্বোপরি, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে মুদ্রানীতির গৃহীত ব্যবস্থাদির কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি (এম২, অভ্যন্তরীণ ঋণ, রির্জাভ মানি ইত্যাদি) মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক ছিল। অপরদিকে, ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের মাত্রা প্রতিবেশী ও তুলনীয় দেশগুলোর চেয়ে বেশি থাকায় তা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে মুদ্রানীতি কার্যক্রমের আওতায় আর্থিক খাতে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ; যেমন ঋণ শ্রেণীকরণ ও প্রভিশনিং সংক্রান্ত নির্দেশনা যৌক্তিকিকরণ, অনসাইট ও অফসাইট সুপারভিশন জোরদারকরণ এবং কর্পোরেট সুশাসন ও জবাবদিহিতার ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক

গবেষণা বিভাগ

(অর্থ ও ব্যাংকিং উপ-বিভাগ)

কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক অবস্থা অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৯

সংযোজনী

(বিলিয়ন টাকায়)

	ডিসেম্বর	সেপ্টেম্বর	জুন	ডিসেম্বর	সেপ্টেম্বর	ডিসেম্বর	প রি ব র্ত ন স মূ হ				
	২০১৯	২০১৯	২০১৯	২০১৮	২০১৮	২০১৭	সেপ্টেম্বর'১৯ এর	জুন'১৯ এর	সেপ্টেম্বর'১৮ এর	ডিসেম্বর' ১৮ এর	ডিসেম্বর' ১৭ এর
							তুলনায় ডিসেম্বর'১৯	তুলনায় সেপ্টেম্বর'১৯	তুলনায় ডিসেম্বর'১৮	তুলনায় ডিসেম্বর' ১৯	তুলনায় ডিসেম্বর' ১৮
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১। নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৭৪১.২৭	২৭১২.৭৮	২৭২৪.০০	২৬৪৭.০০	২৬৫২.৩৭	২৬৪০.২৪	২৮.৪৯	-১১.২২	-৫.৩৭	৯৪.২৭	৬.৭৬
							(১.০৫)	-(০.৪১)	-(০.২০)	(৩.৫৬)	(০.২৬)
২। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	১০২০৩.০৯	৯৮০৬.০৩	৯৪৭২.১১	৮৯০৬.৬১	৮৫৩৬.৫৮	৭৯১৯.৭৫	৩৯৭.০৬	৩৩৩.৯২	৩৭০.০৩	১২৯৬.৪৮	৯৮৬.৮৬
							(৪.০৫)	(৩.৫৩)	(৪.৩৩)	(১৪.৫৬)	(১২.৪৬)
ক) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	**১২৪০৫.৯৯**	**১১৮৩২.২৬**	**১১৪৬৮.৮৫**	**১০৮০৩.৫০**	**১০৩৪০.৭৩**	**৯৫১৯.৯১**	৫৭৩.৭৩	৩৬৩.৪১	৪৬২.৭৭	১৬০২.৪৯	১২৮৩.৫৯
							(৪.৮৫)	(৩.১৭)	(৪.৪৮)	(১৪.৮৩)	(১৩.৪৮)
i) সরকারি খাত (নীট)	১৫৬৮.৬১	১৪০৭.৮২	১১৩২.৭৩	৯৮১.৫২	৯৫৬.৯৫	৮৭২.৭৭	১৬০.৭৯	২৭৫.০৯	২৪.৫৭	৫৮৭.০৯	১০৮.৭৫
							(১১.৪২)	(২৪.২৯)	(২.৫৭)	(৫৯.৮১)	(১২.৪৬)
ii) অন্যান্য সরকারি খাত	৩০৫.৮৬	২৫৭.৪৭	২৩৩.৫৬	২৩৩.৪৭	১৯৬.৩২	১৮৬.২৬	৪৮.৩৯	২৩.৯১	৩৭.১৫	৭২.৩৯	৪৭.২১
							(১৮.৭৯)	(১০.২৪)	(১৮.৯২)	(৩১.০১)	(২৫.৩৫)
iii) বেসরকারি খাত	১০৫৩১.৫২	১০১৬৬.৯৭	১০১০২.৫৬	৯৫৮৮.৫১	৯১৮৭.৪৬	৮৪৬০.৮৮	৩৬৪.৫৫	৬৪.৪১	৪০১.০৫	৯৪৩.০১	১১২৭.৬৩
							(৩.৫৯)	(০.৬৪)	(৪.৩৭)	(৯.৮৩)	(১৩.৩৩)
খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-২২০২.৯০	-২০২৬.২৩	-১৯৯৬.৭৪	-১৮৯৬.৮৯	-১৮০৪.১৫	-১৬০০.১৬	-১৭৬.৬৭	-২৯.৪৯	-৯২.৭৪	-৩০৬.০১	-২৯৬.৭৩
							(৮.৭২)	(১.৪৮)	(৫.১৪)	(১৬.১৩)	(১৮.৫৪)
৩। মুদ্রা যোগান (এম২) (১+২)	**১২৯৪৪.৩৬**	**১২৫১৮.৮১**	**১২১৯৬.১১**	**১১৫৫৩.৬১**	**১১১৮৮.৯৫**	**১০৫৫৯.৯৯**	৪২৫.৫৫	৩২২.৭০	৩৬৪.৬৬	১৩৯০.৭৫	৯৯৩.৬২
							(৩.৪০)	(২.৬৫)	(৩.২৬)	(১২.০৪)	(৯.৪১)
ক) সংকীর্ণ মুদ্রা	২৭৫৯.৩৮	২৭০৮.২০	২৭৩২.৯৩	২৫৫৪.৫৬	২৪৪৯.৩৬	২৩৩৭.৯০	৫১.১৮	-২৪.৭৩	১০৫.২০	২০৪.৮২	২১৬.৬৬
							(১.৮৯)	-(০.৯০)	(৪.২৯)	(৮.০২)	(৯.২৭)
i) জনগণের হাতে থাকা মুদ্রা	১৫৬৫.৮৩	১৫৭৯.০৮	১৫৪২.৮৭	১৪৪৬.৭৯	১৪১০.১৯	১২৯১.৪৯	-১৩.২৫	৩৬.২১	৩৬.৬০	১১৯.০৪	১৫৫.৩০
							-(০.৮৪)	(২.৩৫)	(২.৬০)	(৮.২৩)	(১২.০২)
ii) তলবি আমানত	১১৯৩.৫৬	১১২৯.১২	১১৯০.০৬	১১০৭.৭৭	১০৩৯.১৭	১০৪৬.৪১	৬৪.৪৪	-৬০.৯৪	৬৮.৬০	৮৫.৭৯	৬১.৩৬
							(৫.৭১)	-(৫.১২)	(৬.৬০)	(৭.৭৪)	(৫.৮৬)
খ) মেয়াদি আমানত	১০১৮৪.৯৭	৯৮১০.৬১	৯৪৬৩.১৮	৮৯৯৯.০৫	৮৭৩৯.৫৯	৮২২২.০৯	৩৭৪.৩৬	৩৪৭.৪৩	২৫৯.৪৬	১১৮৫.৯২	৭৭৬.৯৬
							(৩.৮২)	(৩.৬৭)	(২.৯৭)	(১৩.১৮)	(৯.৪৫)
৪। রিজার্ভ মুদ্রা	২৫০৯.১২	২৪৭১.৮৮	২৪৬১.৮৮	২৩৪৬.৫৮	২২৮৪.৮৭	২১৬৯.৮৪	৩৭.২৪	১০.০০	৬১.৭১	১৬২.৫৪	১৭৬.৭৪
							(১.৫১)	(০.৪১)	(২.৭০)	(৬.৯৩)	(৮.১৫)
ক) নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৫৯১.১৩	২৫৪৬.০৮	২৫৭১.৯৫	২৪৭৬.৯২	২৫১৭.২৯	২৫৩৪.৯৮	৪৫.০৫	-২৫.৮৭	-৪০.৩৭	১১৪.২১	-৫৮.০৬
							(১.৭৭)	-(১.০১)	-(১.৬০)	(৪.৬১)	-(২.২৯)
খ) নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	-৮২.০১	-৭৪.২০	-১১০.০৭	-১৩০.৩৪	-২৩২.৪২	-৩৬৫.১৪	-৭.৮১	৩৫.৮৭	১০২.০৮	৪৮.৩৩	২৩৪.৮০
							(১০.৫৩)	-(৩২.৫৯)	-(৪৩.৯২)	-(৩৭.০৮)	-(৬৪.৩০)
৫। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত	৩৪৪.৩৮	২৮৯.০৮	৩১১.৮৯	২১০.৬৭	১০৪.৪৭	৯২.৩৯	৫৫.৩০	-২২.৮১	১০৬.২০	১৩৩.৭১	১১৮.২৮
সরকারি খাতে নীট ঋণ							(১৯.১৩)	-(৭.৩১)	(১০১.৬৬)	(৬৩.৪৭)	(১২৮.০২)
৬। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৩২৬৮৯.১৮	৩১৮৩১.৯২	৩২৭১৬.৫১	৩২০১৬.২৫	৩১৯৫৭.৭৪	৩৩২২৬.৮৬					
(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)											
৭। মোট তরল সম্পদ (বিলিয়ন টাকায়)#	২৯৭৪.৯১	২৭৭৪.৩৫	২৫৮৯.৮৮	২৪৪১.৬৬	২৪৫৫.৯৯	২৫০৪.৬১					
দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ	২০৩১.৫৯	১৮৮৮.১৪	১৬৬৫.৮৫	১৫৪৬.১০	১৫৯৩.৩২	১৬৩৫.৪২					
৮। টাকা-ডলার বিনিময় হার	৮৪.৯০	৮৪.৫০	৮৪.৫০	৮৩.৯০	৮৩.৭৫	৮২.৭০					
(মাস শেষে)											
৯। প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার	১০৯.৮৯*	১১১.৬৬	১০৫.৭০	১০৭.৫৬	১০৭.২৭	১০১.১৮					
(REER) সূচক (ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬)											
১০। মূল্যস্ফীতির হার (বার মাসের গড় ভিত্তিক)	৫.৫৯	৫.৪৯	৫.৪৮	৫.৫৫	৫.৬৮	৫.৭০					
(ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬)											

নোটঃ বন্ধনীভূক্ত সংখ্যাগুলো পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

#মোট তরল সম্পদ = দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ + বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা + সিন্দুকে রক্ষিত অর্থ; *= প্রক্ষেপিত

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, মনিটারী পলিসি ডিপার্টমেন্ট ও ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।